বা | র্লি | ন

দ্বীপের নাম ফরমেনতেরা

Irina Zadek আমার খুব ভালো বন্ধু। জন্মগতভাবে সে আর্জেন্টিনার নাগরিক। বংশগতভাবে ইহুদি জার্মান। ভালোমনের মানুষ মেয়েটি। প্রকৃতির সুগন্ধ আর সূর্যের আলোই তার প্রিয় জিনিস। আমাদের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়েছে ঐ প্রকৃতির টানেই। আমরা একে অন্যের সঙ্গে গল্প করি অনেকক্ষণ। সংস্কৃতি, প্রকৃতি, ধর্ম আমাদের মূল আলাপের অংশ। আমার কথাবার্তাও খুব মনোযোগী হয়ে শোনে। বলে, দিগো (আমাকে ও 'দিগো' বলে ডাকে। দিগো মানে 'এদিকে এসো' স্প্যানিশ ভাষা) তুই এতো সব জানিস কিভাবে!

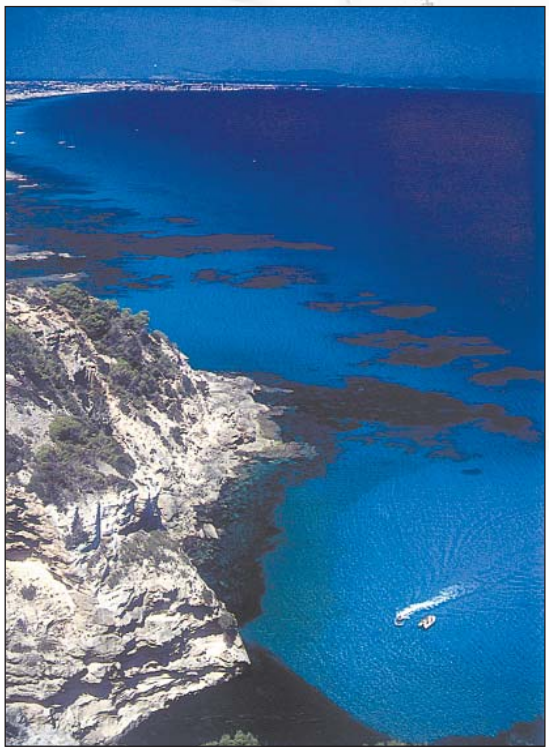

সমুদ্রের কোলঘেঁষে ফরমেনতেরা দ্বীপ

আমি একটু হাসতাম। এতো সব জানি? কারণ, আমি পড়ি আর দেখি। গভীরভাবে দেখি। আর এ বন্ধুর মাধ্যমে আমার এ অজানা অচেনা দ্বীপের সন্ধান। 'Formentera Island'! ফরমেনতেরা দ্বীপের নাম ওর মুখে শুনতেই আমি আশ্চর্য হলাম। এতোদিন যাবৎ আমি ইউরোপে থাকি আর এ দ্বীপটার নাম আমি শুনিনি! তাহলে কি ঐ দ্বীপে এশিয়ান অথবা ভারতীয় কোনো লোকের আনাগোনা নেই?

নতুন কিছু দেখার ইচ্ছায় অজান্তেই মনের ভিতরটা হঠাৎ দুলে উঠলো। তাই কাজ আর ব্যস্ততাকে পেছনে ফেলে কৃত্রিম বিহঙ্গের পাখায় ভর করে ল্যান্ড করলাম স্পেনের আলোচিত দ্বীপ IBIZAতে। সেখান থেকে সমুদ্রপথে পাড়ি জমালাম অচেনা দ্বীপ ফরমেনতেরারে উদ্দেশে!

মাত্র ২৫ বর্গ কিলোমিটার 'Formentera Island'. চারপাশে উপচে পড়ে সমুদ্রের ঢেউ। কোথাও বিস্তীর্ণ বিচ, আবার কোথাও বা ছোটবড় পাথর চলার পথ রুদ্ধ করতে চায়। আর দ্বীপের মাঝখান দিয়ে আঁকা-বাঁকা শক্ত পিচ ঢালা সরু রাস্তা একেবারে দ্বীপের উঁচু শেষ সীমান্তে এসে সীমান্তরেখা টেনেছে।

জায়গাটির নাম Mola. দ্বীপের সর্বোচ্চ চূড়া। দারুণ নিরিবিলি পরিবেশ। মুক্ত হাওয়ায় মুক্ত বিহঙ্গের মতই হৃদয় আনন্দে পাখা ঝাপটায়। উঁচুতে দাঁড়ালে সমুদ্রকে দারুণ অসহায় আর নীরব দেখায়। মৃদু ঢেউয়ের শব্দে সমুদ্রকে তখনও কাছে পাবার জন্য মন আন্‌চান করে। ইচ্ছে হয় ঝাঁপ দেই। সূর্যাস্ত একদম কাছ থেকে উপভোগ করার জন্য সন্ধ্যার আগেভাগেই ভিডিও, ডিজিটাল ক্যামেরা নিয়ে ট্যুরিস্টরা অসম্ভব ব্যতিব্যস্ত এ উঁচু চূড়ায়। সূর্যাস্তের এ মনোরম দৃশ্য আপনি কখনো উপভোগ করেছেন কি? দারুণ রোমান্টিক করে দেবে আপনাকে!

৩৫-৪০ ডিগ্রি সূর্যের এ উচ্ছল আলোতে 'সানবাথ' করার জন্য সকাল বেলা থেকেই ট্যুরিস্টদের আগমন ঘটতে থাকে বিচ এলাকাগুলোতে। আর তাদের আপ্যায়ন করার জন্য সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে সারি সারি বিভিন্ন জাতের 'খাবার দাবার' রেস্টুরেন্ট।

আর্জেন্টিনিয়ান, ব্রাজেলিয়ান, স্প্যানিশ, ইটালিয়ান, জার্মানি ফুড এর মধ্যে অন্যতম।

সুপারমার্কেটসহ তাজা মাছ, মাংস, শাক সবজি, ফল-মূল কেনাবেচার চিৎকার-কোলাহলও আছে। সমুদ্রের ঐ তাজা মাছ আর পালংশাকের মতো এক ধরনের শাক ছিল

ই | টা | লি

বৈশাখী উৎসব

সকাল থেকেই ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি। বাতাসে ঠান্ডার সুঁচ। আবহাওয়ার এ বৈরিতা দমাতে পারেনি বাঙালি হৃদয়ের উদ্যম। খোঁপায় ফুল গুঁজে এসেছিলেন বাঙালি রমণীরা। লাল পেড়ে শাড়ির কুঁচিতে ছিলো ভিন্নতা। অল্প বয়সের ছেলে মেয়েরা দারুণ উল্লাসে মেতে উঠেছিল। দিনটি ছিলো ২৪ এপ্রিল। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ভেনিজর উদ্যোগে বর্ষবরণের দিন। আবহাওয়ার গোমড়া মুখ উপেক্ষা করে সকালেই অনুষ্ঠিত হয় শিশু-কিশোরদের দৌড় প্রতিযোগিতা। মহিলাদের হ্যান্ড গল্‌ফ, বেলুন ফোটানো। বিকাল ৫টায় আরম্ভ হয় দ্বিতীয় পর্ব। আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় মেয়র Sig.Givstino Moro (Sindaco). বিশেষ অতিথি ছিলেন, Francd Mionetto, Giuseppe Vallarelli. শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল ইসলাম। সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপস্থাপনা করেন এমি আক্তার ও শামসুল আলম। বিশেষ আকর্ষণ ছিলো ইটালীয় তরুণী পাতরিচ্ছিয়া। সে পরপর তিনটি বাংলা গান গেয়ে অনুষ্ঠানে নতুন মাত্রা যোগ করে। ভিয়েনা থেকে আগত ব্যান্ড শিল্পী মিলন অনেকগুলো গান গেয়ে বৃষ্টিতে ভেজা দর্শকদের উদ্দীপ্ত করে তোলে। ভেনিসের দেলওয়ার ব্রোনিয়ার মিরন, মৌসুমী, দিপু, সাগর, আজাদ চমৎকার গানে তন্ময় করে রাখে সবাইকে। আরজু খান 'যেজন প্রেমের ভাব জানে না...' গান দিয়ে মাতিতে তোলে দর্শক গ্যালারি। তবলায় পলাশ ধর, ড্রামে মামুন ও কিবোর্ডে ছিলো বিদ্রোহ। নৃত্যশিল্পী উত্তরা 'যদি সুন্দর একটা মুখ পাইতাম' গানের সঙ্গে তুমুল নৃত্যে দর্শকদের মাতিয়ে তোলে। মিথিলা ইসলাম ও মাহিমা আক্তার মীমের নৃত্যও ছিলো বেশ উপভোগ্য। প্রায় মধ্যরাতে র‍্যাফেল ড্রর মধ্য দিয়ে শেষ হয় বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ভেনিজর বর্ষবরণ উৎসব ১৪১২। অনুষ্ঠানটি ভেনিসের Radio Base-র বাংলা বিভাগ সম্প্রচার করে।

পলাশ রহমান
Palashrahman@yahoo.com

আমার নিত্যদিনের খাবার। গাদায় গাদায় ঝুড়ি ভরে ফলমূল কিনতাম। কখনো কালো আঙুর বাগানের সরু রাস্তা দিয়ে ভাড়া করা জিপ চালিয়ে ছুটে যেতাম একদম চাষী ভাইদের বাড়িতে। সন্ধ্যা থেকে কৃত্রিম আলোতে ঝলমল করে উঠতো হস্তশিল্পের মেলা। সুদূর ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, পেরু, উরুগুয়ে থেকে ছুটে আসা এসব 'সিজন ব্যবসায়ীরা' প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। পৃথিবীর এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে চীনারা ব্যবসা না করছে। তাই এ ফরমেনতেরায় আর কোনো এশিয়ান ট্যুরিস্ট আর ব্যবসায়ী না থাকলেও চীনারা আছে।

ফরমেনতেরা অন্যান্য দ্বীপের চাইতে ব্যয়বহুল, তাই এখানে বেশিরভাগ টুরিস্টই ধনী। ৬০-৭০ ভাগ ইটালিয়ান ট্যুরিস্ট অন্যদের মধ্যে জার্মানি, স্প্যানিশসহ ইউরোপিয়ানদের আগমন বেশি। উল্লেখ্য, সুদূর দুবাই, সৌদি থেকেও ধনী ব্যবসায়ীরা নিজস্ব জাহাজে চড়ে ট্যুর করতে আসেন এখানে।

টাট্‌কা শাকসবজি, মাছ-মাংস, ফলমূল, উচ্ছল সূর্যের আলো, সমুদ্র পাড়ের মুক্ত হওয়া উপভোগ করা ছাড়াও সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে- আপনি ইচ্ছে করলে সমুদ্রের এ গভীর তলদেশ ছুঁয়ে আসতে পারেন। বিভিন্ন রঙে আর ভিন্ন জাতের সামুদ্রিক মাছ, জীব জন্তুর একেবারে কাছে আপনি চলে যেতে পারবেন। কিন্তু ভয়ের কিছুই নেই। প্রশিক্ষকদের সঙ্গেই প্রশিক্ষণ নিতে আপনি চলে যাবেন একদম সমুদ্রের গভীর তলদেশে।

এভাবে দু'মাস কেটে গেল! আজ শেষ বিকেলের শেষ সন্ধ্যা। রঙ তুলি, কাগজ কলম হাতে। সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে একটা গাছ অনেকখানি ওপরে উঠে গেছে। গাছটার মাঝখানে খোদাই করে আমার প্রিয় মাতৃভূমির লাল সবুজ পতাকা এঁকে দিলাম। তখন আমার দৃষ্টি সীমানায় নীল সমুদ্রের বুকে ঢেউগুলো সাদা বকের পালকের মতো ভালোবাসার পাখা মেলে দিল।

Atiqul Islam Khan
Cox-Bazar, Beach@web.de
Bangladesh Natto schangothon.berlin
Germany

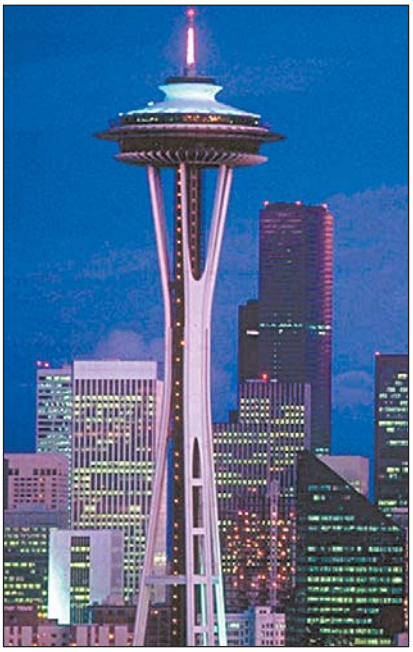

কা | না | ডা

ইমিগ্রেশন আইনে পরিবর্তন

কানাডা সরকার ইমিগ্র্যান্টদের জন্য কানাডার দরজা আরো উন্মুক্ত করবে। এখানে বসবাসরত ইমিগ্র্যান্টরা এখন আরো সহজে তাদের বাবা-মা, দাদা-দাদী বা নানা-নাদীকে কানাডায় নিয়ে আসতে পারবেন। কেন্দ্রীয় সরকার আগামী দু বছরে প্রায় ৭২ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করবে ইমিগ্রেশনের আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণের কাজ ত্বরান্বিত করা এবং ইমিগ্র্যান্টদের সেট্‌ল হওয়ার কাজে সাহায্যের জন্য।

গত ১৮ এপ্রিল ইমিগ্রেশন মিনিস্টার জো ভোল্‌প ঘোষণা দেন, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা এখন থেকে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে চাকরিও করতে পারবে। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসর কাজ যাতে আরো দ্রুত করা যায় তার জন্য আরো অর্থ বরাদ্দ করা হবে। ইমিগ্রেশন আইনের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হলো, এখন থেকে এখানে বসবাসরত কানাডিয়ান বা ইমিগ্র্যান্টরা তাদের বাবা-মা বা দাদা-দাদীকে আনতে পারবেন এবং তাদের সংখ্যা তিনগুণ বাড়ানো হবে। আগামী দুই বছরে প্রতি বছর ১৮ হাজার করে বাবা-মা ও দাদা-দাদীকে কানাডা আনার অনুমতি দেয়া হবে।

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা এখন ফুল টাইম স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে চাকরিও করতে পারবে, যা আগে কিছু নির্ধারিত প্রজেক্ট ছাড়া করার অনুমতি ছিল না। এর ফলে শিক্ষার্থীদের টিউশনের ভার কিছুটা লাঘব হবে এবং তারা তাদের বিষয়ের পরিমন্ডলে চাকরি করতে পারবে। বিশেষ করে কো-অপপ্রোগ্রাম বা শিক্ষার্থীরা, যাদের গ্র্যাজুয়েশনের জন্য চাকরির অভিজ্ঞতা আবশ্যক। ভোল্‌প আরো বলেন, ১৮ মাসের জমে থাকা প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার অ্যাপ্লিকেশন এক বছরের মধ্যে নামিয়ে আনা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ভিসা বর্ধিত করার পরিকল্পনা কানাডাকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের বাজারে আরো আকর্ষণীয় করে তুলবে বলে ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞরা জানান।

ইমিগ্রেশন মিনিস্টার জো ভোল্‌প জানান, পরিকল্পনা অনুযায়ী এখন কলেজ ও ইউনিভার্সিটির ভিসা শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসের বাইরে চাকরি করতে পারবে এবং গ্র্যাজুয়েশনের পর এক বছরের বদলে দু'বছর পর্যন্ত কানাডায় থাকতে পারবে। তবে থাকতে হবে টরন্টো, মন্টিয়েল কিংবা ভ্যানকুভারের বাইরে। ভিসার এক্সটেনশন ১৬ মে তারিখ থেকে কার্যকর হবে। কিন্তু ওন্টারিওতে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসের বাইরে কবে থেকে চাকরি করতে পারবে তা এখনো নির্ধারিত হয়নি।

ইউনিভার্সিটি অব টরন্টোর ভাইস প্রভোস্ট ডেভিড ফায়ার বলেন, এ পদক্ষেপ কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিগুলোকে আরো প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে বিদেশের শিক্ষার্থীদের কাছে। কানাডায় প্রায় ৬০ হাজার আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী আছে। এর এক-তৃতীয়াংশ ওন্টারিওতে থাকে। ভোল্‌প বলেন, এ পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন ইমিগ্র্যান্টদের টরন্টো, মন্ট্রিয়েল এবং ভ্যানকুভারের বাইরে ছোট ছোট শহরগুলোতে আকৃষ্ট করা হবে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা প্রত্যেক বছর প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন ডলার কানাডার অর্থনীতিতে অবদান রাখে।

জসিম মল্লিক, **Toronto**
jasim_malik@hotmail.com

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ

ত্রৈমাসিক
প্রজন্ম একাত্তর

দেশ প্রবাসের নবীন, প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

১টি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা।
বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ :
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029, 191 02 Sollentuna, Sweden
Tel. & Fax : (+ 46)-(0)8-6231439
e-mail : delwar.h@spray.se

ঢাকা ব্যুরো :
3/3-B, Purana Paltan (1st Floor), Soleman Court,
Dhaka-1000, Bangladesh. Tel : 9565340, 8155271
Fax : 880-2-9140225 e-mail: probashiprokashona@yahoo.com

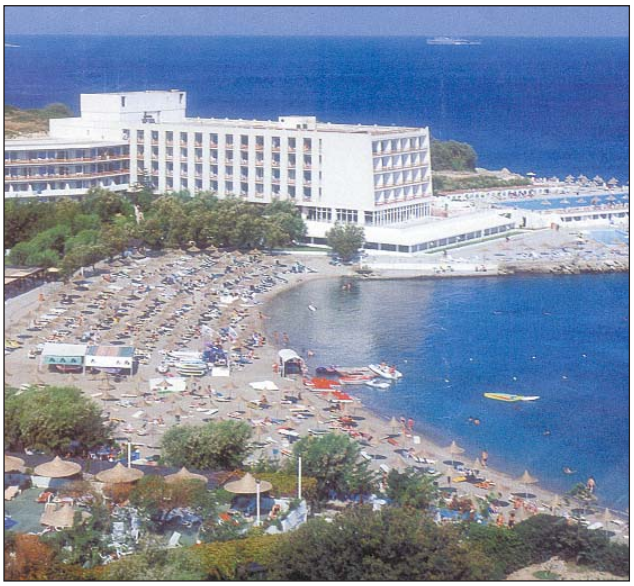

ই | টা | লি

সামার জব

ইটালিতে প্রচুর বাংলাদেশী রয়েছে যারা তাদের পছন্দের চাকরি পাচ্ছে না। আমি একজনকে চিনি গত প্রায় ৫ বছর, ইটালিতে আছেন ৩ বছর হলো। তার থাকা ও কাজের পারমিটও আছে কিন্তু কাজ পাচ্ছেন না। তিনি পিজা বানানো শিখেছেন, অনেক রেস্টুরেন্টে চাকরিও করেছেন। বর্তমানে রেস্টুরেন্টে কাজ করতে চাচ্ছেন না। ১ বছর হলো বেকার। তার এক কথা, আর যাই করি না কেন, রেস্টুরেন্টে কাজ করবো না। আমাদের বাংলাদেশীদের যেমন কাজের সুনাম আছে, তেমনি কিছু কিছু মানুষের জন্য আছে দুর্নামও। তবে আমার কথা, দুর্নামের তুলনায় সুনামের পাল্লা ভারী। তাই এখনো বুক ফুলিয়ে চলতে পারি। যেটা পাকিস্তানি, মরক্কো, আলজেনিয়ান, মিশরিরা পারে না।

মিলানে সৌখিন বেকারের সংখ্যা কম নয়। এটা কষ্টের কাজ। করতে পারবো না। এটা ময়লার কাজ, এখানে মালিক ভালো না। মালিক-কর্মচারীদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়া, নাকউঁচু ভাব বেশি এখানে। ইউরোপে Summer আসি আসি করছে। সাগর ও পাহাড়ি এলাকাগুলো ট্যুরিস্টদের পদচারণায় ভারী হয়ে উঠবে। ট্যুরিজমকে কেন্দ্র করে তৈরি হবে নানা ধরনের কর্মক্ষেত্র। যারা ৩-৪ মাসের জন্যে অস্থায়ী কাজ খুঁজছেন তারা CV পাঠিয়ে দেন recrutment.Summerjob@st.com-এই ঠিকানায়। যেহেতু ইটালি ৩ দিকেই সাগর দ্বারা বেষ্টিত, সাগরকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বিশাল ট্যুরিজম শিল্প। ইটালির জনগণের ৯০% ১ সপ্তাহের জন্য হলেও 'আল মারে' অর্থাৎ সাগরপাড়ে যাবে। এখন থেকে খুলতে থাকবে হোটেল, রেস্তোরাঁ, বার, পাব, ডিসকো, লন্ড্রি, সিনেমা ও বিনোদনের পণ্যসামগ্রির স্থায়ী এবং অস্থায়ী পসরা। বাংলাদেশী চাইনিজ ও আফ্রিকানরা ফেরি করে তাদের বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বিক্রির চেষ্টা করবে। বৈধ ও অবৈধভাবে এটা চলতে থাকবে। এই তিন মাসের অপেক্ষায় রয়েছে লাখো মুখ।

একজন আরেকজনকে প্রশ্ন করবে, মারে কতো কামাই হলো? কেউ বলবে ৫ হাজার ইউরো, কেউ বলবে ১৫ হাজার ইউরো। এই সামার জব শেষে অনেকে ফিরে যাবে নিজের দেশে।

Islam Shaheedul, Piazza Unita 'd' Italia 2/E, shakhidul@yahoo.com, Vimercato (Mi) Italy

স্ট | ক | হো | ম

প্রিয় শহর ছেড়ে...

৩০ আগস্ট ২০০৪-এ যে আমি বাংলাদেশ ছেড়েছিলাম থাই এয়ারওয়েজের বিপুলায়তন আকাশযানে চেপে, সেই আমিই আবার এই সুইডেন ছাড়ছি সুফথানসায় চেপে। একই মানুষ, হয়তো চেহারায় বাহ্যিক অল্পবিস্তর পরিবর্তন আছে। চুলগুলো একটু বড়, হয়তো আগের চাইতে আরো এলোমেলো। অদ্ভুত সৌন্দর্যের এই স্টকহোমে আমার অজস্র অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞতা। যদি লেখতে বসি, হয়তো বই লেখা হয়ে যাবে। অজস্র অচেনা মানুষের ভালোবাসা ছেড়ে ফরাসি সীমান্তের নিকটবর্তী জার্মান শহর কার্লসরুহিতে পাড়ি জমাচ্ছি। জীবনে হয়তো যা চেয়েছি, পেয়ে যাচ্ছি তার চাইতেও বেশি। জার্মান সরকারের অর্থানাকূল্যে আবার জ্ঞান অন্বেষণের অভিপ্রায়। হয়তো পৃথিবীর প্রান্তজুড়ে অস্তিত্ব অংশগ্রহণকারীদের নৃ-সত্তা। শরৎ আর হেমন্তের ঋজু ভালোবাসা নিয়ে আমিও শামিল হলাম এই বিশ্ব বৈভবের আসরে। ফ্রাঙ্কফুর্টে ৫ জুন ২০০৫ স্থানীয় সময় দুপুর ১২.২০ মিনিটে শুরু হবে আমার জার্মান জীবনযজ্ঞ।
স্টকহোমের শেষ এই কয়েকটি দিনে কেন যেন এক অদৃশ্য ভালোবাসার টান অনুভব করছি। এ শহরেই জীবনে প্রথমবারের মতো দেখেছি শুভ্র তুষার, নিরবচ্ছিন্ন তারুণ্যের অচেনা মানুষগুলোর অচেনা ভালোবাসার এ শহর। বাঁধ ভাঙা গ্রীষ্ম আনন্দের এ শহর। জানি না, কখন আবার ছুঁটে আসবো এ শহরে, সময়ের হাত ধরে। তুমি ভালো থেকো প্রিয় স্টকহোম। সে পর্যন্ত, অনেক দিন পর্যন্ত।

সালেহ, রয়েল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
স্টকহোম, সুইডেন, iym 2021@yours.wm

HALAL ONLINE SHOP Tukina Internaional FOOD

জাপান বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি
বিকাশের ধারায়

TUKINA INTERNATIONAL

হালাল ফুড বিশেষ মূল্যহ্রাস ঘোষণা করছে প্রকৃত বাংলাদেশী মাছ সর্বনিম্ন ৬৯০ ইয়েন, মাংস ৮০০ ইয়েন এছাড়া স্পাইস মিষ্টি চানাচুর মুড়িসহ সকল হালাল ফুড সামগ্রী মূল্য হ্রাস করছে।

টেলিফোন অথবা ফ্যাক্স অথবা অনলাইনে আমাদেরকে অর্ডার দিন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমরা তাকিউবিনের মাধ্যমে আপনার কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী পৌঁছাব।

TUKINA INTERNATIONAL
3-36-30 Nakajujo
Yamaichi Mansion-102
Tel : 03-5993-2590
090-4624-6115, Fax - 03-3908-8588

www.tukina.com